কালের কণ্ঠ ২০.০২.১৮

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণ

১৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল চায় বেজা

আরিফুর রহমান ▷

সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (বেজা)। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যাদের জমি নেওয়া হচ্ছে, তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এই সংস্থাকে। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার সাত বছর পেরিয়ে গেলেও সংস্থাটির নিজস্ব কোনো তহবিল গড়ে উঠেনি; যেখান থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যেতে পারে। জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের উন্নয়ন বাজেট (এডিপি) থেকে টাকা চাইলেও লম্বা প্রক্রিয়ার কারণে টাকা ছাড় হতে দেরি হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে বেজাকে। এমন বাস্তবতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি সে জমি উন্নয়নের জন্য আলাদা একটি তহবিল চায় বেজা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে উপস্থাপনের জন্য সংস্থাটি এসংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। তাতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল'। এই তহবিলের আকার ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করেছে বেজা। আগামী গভর্নিং বোর্ডের সভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় গতি আনতে আমরা আলাদা একটি তহবিল গঠনের কথা বলেছি। যে তহবিল থেকে টাকা নিয়ে জমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নে খরচ হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে, তাতে আলাদা একটি তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।'

আলাদা তহবিল গঠনের পেছনে যুক্তি তুলে ধরে বেজার একাধিক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ ও জমি উন্নয়নের জন্য যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুখকর পরিস্থিতি ছিল না। প্রকল্প নেওয়ার পর থেকে একনেক সভায় অনুমোদন পর্যন্ত যে সময় অপচয় হয়, ওই সময়ের মধ্যে জমির দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। নির্মাণসামগ্রীর খরচও বেড়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বেজার কর্মকর্তারা বলছেন, বাগেরহাটের মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনের অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য নেওয়া প্রকল্প দুটি প্রক্রিয়া করতে করতে অনেক সময় চলে গেছে। একই চিত্র দেখা গেছে, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণের বেলায়। আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে এডিপিতে মাত্র ৮০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সংশোধিত এডিপিতে ৭৬০ কোটি টাকা চাওয়া হলেও দেওয়া হয়েছে ৪৯০ কোটি টাকা।

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে চাহিদার আলোকে টাকা দেওয়া সম্ভব হয় না বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা।

বেজার একাধিক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানান, এসব প্রকল্পে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা ছাড় হতে অনেক সময় লেগে যায়। তা ছাড়া চাহিদার আলোকেও টাকা পাওয়া যায় না। নিরুপায় হয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সাবরাং পর্যটন পার্কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) থেকে চড়া সুদে ঋণ নেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে সাধারণত বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকাসহ উন্নয়ন সহযোগীরা টাকা দেয় না। এসব দিক বিবেচনা করেই আলাদা একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান বেজার কর্মকর্তারা।

বেজার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ৭৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বোর্ডের সভায়। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে ৭৯ হাজার ২০৮ একর। এর মধ্যে ৭৫ হাজার ১৮৬ একর জমিতে ৫৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে সরকারি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) ভিত্তিতে। বাকি চার হাজার ২২ একর জমিতে হবে ২৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। যেগুলো হবে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগে। সরকারি পর্যায়ে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়িত হবে, সেগুলোর জমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নে তহবিল গঠন করা জরুরি বলে মত দেন বেজার কর্মকর্তারা। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সভাপতিত্বে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় দেশে শিল্প সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য 'অবকাঠামো উন্নয়ন' তহবিল গঠনের বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরা হয়। তহবিল গঠনের বিষয়ে সে বৈঠকে সবাই ইতিবাচক মত দেন।

তবে এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) অপারেশনস ডিরেক্টর খোরশেদ আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি অবকাঠামো তহবিল গঠন করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। সে টাকা ঠিকমতো খরচ হচ্ছে না। বেজা চাইলে ভূমি উন্নয়ন ও অধিগ্রহণে সেখান থেকে টাকা নিতে পারে। তা ছাড়া সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি (পিপিপি) অফিসের মাধ্যমেও টাকা সংগ্রহ করতে পারে। সরকারিভাবে বেজার জন্য আলাদা তহবিল গঠন হলে সে টাকা কী প্রক্রিয়ায় খরচ হবে, সেটি অনেক জটিল প্রক্রিয়া হবে বলে মনে করেন তিনি। বেজার একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের জন্য নিজস্ব থোক বরাদ্দ থাকে। যেটা বেজাতে নেই। সরকারিভাবে আলাদাভাবে তহবিল গঠন করে দিলে সেখান থেকে অবকাঠামো উন্নয়ন করা দ্রুত ও সহজ হবে।

এদিকে তহবিল গঠনের বিষয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি কর্মপন্থা তৈরি করেছে বেজা। তাতে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে মোট ৪৬ হাজার ৪১৩ একর জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন করা হবে। জমি অধিগ্রহণ ও জমি উন্নয়নে মোট খরচ হবে ১৫ হাজার ৪৮ কোটি টাকা। তহবিল গঠনের পর প্রথম অর্থবছর ওই তহবিলে চার হাজার ১৭৬ কোটি, দ্বিতীয় বছর চার হাজার ৯৪০ কোটি, তৃতীয় বছর তিন হাজার ১৫২ কোটি, চতুর্থ বছর এক হাজার ৪৯২ কোটি এবং পঞ্চম বছর এক হাজার ২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে বেজা।

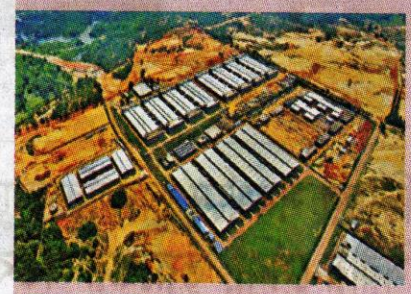

'অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় গতি আনতে আমরা আলাদা একটি তহবিল গঠনের কথা বলেছি, যে তহবিল থেকে টাকা নিয়ে জমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নে খরচ হবে।'

পবন চৌধুরী
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বেজা